দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

প্রতিবন্ধী

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী : উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেও চাকরি পাচ্ছেন না

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীদের দুর্দশার সীমা নেই। এদেশে প্রায় ৭ লাখ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী রয়েছে। এদের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। শিক্ষার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়' গ্রন্থ অনুসারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য পাঁচটি বিদ্যালয়ে ২৪০ আসন রয়েছে। এছাড়া সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি জেলায় একটি সাধারণ স্কুলে ১০ আসন হিসেবে ৬৪ জেলায় ৬৪০ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু পড়ানো করার সুযোগ রয়েছে। ফলে অনেক কষ্ট করে প্রতিবন্ধী নারীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা শহরে পাড়ি জমায়। তাদের একটি স্বপ্ন শিক্ষা জীবন শেষ হওয়ার পর হয়ত ঢাকা শহরে ভাগ্যে একটি চাকরি জুটবে। কিন্তু সেই সুযোগ মিলছেনা। এতে অনেক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীরা বিড়ম্বিত জীবনের বিষাদ নিয়ে দিনপাত করছে। শোনা যাক নাম ও ছদ্মনামে ঢাকা শহরের উচ্চ শিক্ষিত কিছু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীর কেস স্টাডি:

চিত্র-১: আনোয়ারা খানম মিলি একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী (২৫)। জন্ম থেকে দুনিয়ার আলো দেখে নি। আকর্ষণীয় চেহারা। বাড়ি মাদারীপুর। হাঁটি-হাঁটি পা করে ডিগ্রী পাস করে এমএ (ইসলামের ইতিহাস) পরীক্ষার্থী। স্ক্রীন রিডার সফটওয়ার ব্যবহার করে অনায়াসে কম্পিউটার চালাতে পারে। একটি চাকরির জন্য বিভিন্ন সরকারি, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছুটেছে। এমনকি বিগত সরকারের আমলে মন্ত্রীর শরণাপন্ন হয়েও ভাগ্যে চাকরি জোটেনি। তিনি জানান- সব আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাইনা বলে এত অবহেলিত। হৃদয়ের আলোতে আলোকিত আমরা। এত কষ্টে লেখা-পড়া করার পরও কোন কাজ পাই না। আমাদের মত হতভাগা পৃথিবীতে কেউ নেই।

চিত্র-২: মোসাঃ নাজমা আকতার (ছদ্মনাম) একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসএস (সমাজ বিজ্ঞান) পাস করেছে। চেহারার দিকে তাকালে বলা যাবেনা দুনিয়ার আলো থেকে বঞ্চিত। কিন্তু চোখে কিছুই দেখে না। একটি বে-সরকারি সংস্থা থেকে ৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও টেলিকমিউনিকেশন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি জানান- এত কষ্ট করে লেখা-পড়া করার পরও চাকরি পেতে কষ্ট হচ্ছে। দেশে বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম স্কুল সমূহে অনেক পদ শূন্য রয়েছে। কিন্তু সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছেনা। এতে আমাদের সরকারি চাকরির বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য দায়ী সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

চিত্র-৩: সাজিদা খাতুন (ছদ্মনাম) একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী। এমএ পাস করেছে। শত চেষ্টা করেও চাকরি মেলাতে পারছেনা। অথচ তিনি কম্পিউটার চালনা'য় এবং ইংরেজি কথোপকথনে পারদর্শী। তিনি জানান সরকারি চাকরিতে ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। অথচ কোটা বাস্তবায়ন করা হয় না বললেই চলে তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিষয়টি নিয়ে এখন ভাবা উচিত।

চিত্র-৪: নাজিনা বানু (ছদ্মনাম) এস এস সি পরীক্ষা দেওয়ার পর ভাগ্যক্রমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি (বিপিকেএস) নামক একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে 'বেসিক কম্পিউটার অপারেটিং সেসটেম' প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ফলে এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম ও ইন্টারনেটে যাবতীয় কাজ করতে সক্ষম। তিনি জানান-কখনও ভাবিনি প্রতিবন্ধিতার শিকার হবো। আমার দু'চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলো। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়েছি। প্রতিবন্ধী হওয়ার ব্যথা আমি তিলে-তিলে অনুভব করছি। শত চেষ্টা করেও চাকরি নামের 'সোনার হরিণটি' ধরতে পারি নি। সরকারি, বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহে আমাদের উপযুক্ত চাকরি প্রদান করা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

চিত্র-৫: মানসুরা আকতার (ছদ্মনাম) জন্মের ৩ বছর পর টাইফয়েড'য় আক্রান্ত হয়ে উভয় চোখের সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছে। মানসিক যন্ত্রণার কারণে বিএ পাস করার পর লেখা-পড়া করতে পারে নি। তিনি জানান- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীরা সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠী। একদিকে প্রতিবন্ধী অন্যদিকে নারী। অতি কষ্ট করে বিএ পাস করেছি। আর লেখা পড়ার মন বসে না। কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন (পিএবিএক্স) ও ইংরেজি স্পিকিং কোর্স সমাপ্ত করার পরও টেলিফোন অপারেটর হিসেবে চাকরি মেলাতে পারলাম না। ঢাকা শহরে আমার মত প্রায় ৫০ জন শিক্ষিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী রয়েছে। তারা বিভিন্ন আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি'র ওপর ট্রেনিং নিয়েছে। চাকরি মিলাতে না পেরে ধুকে ধুকে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে।

চিত্র-৬: ইয়াসমিন আকতার (ছদ্মনাম) প্রথমে ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলো। বয়সের সাথে-সাথে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কোন দিন কল্পনা করে নি তার দৃষ্টি শক্তি একেবারে হারিয়ে যাবে। তিনি জানান- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা-পড়া করে। স্ক্রীন রিডার, ডেইজিসহ বিভিন্ন সফটওয়ার ব্যবহার করে কম্পিউটার শিখে। কিন্তু কষ্ট থেকে যায়। সরকারি, বেসরকারি চাকরি জুটে না ভাগ্যে। সরকারি চাকরিতে ১০ ভাগ কোটা থাকলেও তা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে চলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এদের বিচার হওয়া উচিত। সকল দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে'র (দুদক) ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও প্রতিবন্ধী কোটা বাস্তবায়নে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোন কথা শোনা যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি (বিপিকেএস)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক আবদুসসাত্তার দুলাল বললেন- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীরা সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্থ শ্রেণী। একদিকে তারা নারী এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। এরা অনেক কষ্ট করে লেখা-পড়া করে। তারপরেও এদেশে এদের যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা হয় না বললেই চলে। অথচ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা টেলিফোন অপারেটর, ট্রেইনার, শিক্ষকসহ নানা পদে কাজ করতে সক্ষম।

জাতীয় অন্ধ সংস্থা'র (এনএফবি) চেয়ারম্যান শওকাত হোসেন ভূইয়া (অন্ধ) বললেন- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দিকে সু-নজর দিচ্ছে না। এই জন্য আন্দোলন করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। কারণ ১৯৭৪ সালে সরকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ করেছিল। ফলে আমরা ২ মাস আন্দোলন (শুয়ে থাকার অভিযান) করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যকর করেছিলাম।

❑ আজমাল হোসেন মামুন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা হাতের কাজ করছে